ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৯২ ● কলকাতা ● ২১ চৈত্র, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ০৪ এপ্রিল, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

ভক্তদের সুখবর দিলেন কাজল

পৃঃ ৫

রোনালদোর ৬৪তম হ্যাটট্রিকে আল নাসেরের দাপুটে জয়

পৃঃ ৬

সুন্দরবনকে নিয়ে উদ্যোগী মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উত্তরবঙ্গের চা বাগানের সঙ্গে এবার দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবনকে জুড়লেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চালসায় চা শ্রমিকদের চাষের ক্ষেত্রে পোকামাকড়ের সমস্যার কথা জানাচ্ছিলেন মমতা। ভোট পর্ব মিটে গেলে সেখানে পোকামাকড়ের সমস্যা দূর করতে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা করা রিসার্চের আশ্বাস দেন তিনি।প্রসঙ্গত, সুন্দরবন কোটালের চিন্তা তো থাকেই, তার উপর যদি কোনও ঝড়-ঝঞ্ঝার পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাতে দুশ্চিন্তা আরও বাড়ে সুন্দরবনবাসীর। তবে এখন সুন্দরবনবাসী এক বিশেষ ধরনের ধানের বীজের চাষ করেন। যার নাম 'নোনা স্বর্ণ'। এই ধান নোনা মাটিতেও চাষ করা যায়।সেই সময়েই মমতার মুখে উঠে আসে সুন্দরবনের কথা। সুন্দরবনের নোনা জল ঢুকে যাওয়া এলাকায় ধান চাষের ক্ষেত্রে আগে কী সমস্যা হত, এবং মমতার উদ্যোগে সেখানে কী পরিবর্তন আনা হয়েছে, সেকথাও তুলে ধরেন তিনি।

কোটালের সময় সুন্দরবনের নদী তীরবর্তী এলাকাগুলির মানুষের মনে সর্বক্ষণ এক ভয় থাকে। তার মধ্যে অন্যতম একটি বড় চিন্তা হল সমুদ্রের নোনা জল চাষের জমিতে ঢুকে যাওয়ার উদ্বেগ। কিন্তু সেই সমস্যা দূর করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী এবং তার ফলও পাচ্ছে সুন্দরবনবাসী। মমতা বললেন, ওসুন্দরবনে আগে যখন বন্যা হত, নোনা জলে সব ধান নষ্ট হয়ে যেত। আমরা তখন গবেষকদের নিয়ে একটি টিম তৈরি করেছিলাম। যে ধান নোনা জলে নষ্ট হয়ে যেত, সেই ধানকে আমরা এখন স্বর্ণধানে পরিণত করেছি। সেটা এখন দারুণ ভাল ধান হচ্ছে২ সেরকম চা চাষের ক্ষেত্রে পোকামাকড়ের সমস্যা দূর করতে ভোটের পর বিজ্ঞানীদের নিয়ে গবেষণা করে দেখা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

বাংলার চার বিজেপি নেতার জন্য

বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোটের আগে বাংলার চার বিজেপি নেতার জন্য বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এই চার বিজেপি নেতা হলেন্ত কলকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তথা তমলুকের বিজেপি প্রার্থী অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়, ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংহ, বিজেপির কোচবিহারের জেলা সাধারণ সম্পাদক অভিজিত বর্মণ এবং কোচবিহারের বিজেপির এগ্‌জিকিউটিভ সদস্য তাপস দাস।কেন এঁদের বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হল, তা স্পষ্ট না বললেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক সূত্র জানিয়েছে, ভোটের আগে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই নেতাদের রাজনৈতিক গুরুত্বের নিরিখে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। অভিজিত এবং অর্জুনকে এই নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে গত

এরপর ৩ পাতায়

ভোটের আগে সমানে অস্বস্তি বাড়ছে

কৃষ্ণনগরের হেভিওয়েট তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোটের আগে সমানে অস্বস্তি বাড়ছে কৃষ্ণনগরের হেভিওয়েট তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রর । কিছুদিন আগেই মহুয়ার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছিল . আর এবার তার বিরুদ্ধে নতুন মামলা করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ওরফে ইডি । আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ)-এ মামলা দায়ের করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি।গত ৮ ডিসেম্বর লোকসভার এথিক্স কমিটির প্রস্তাব মেনে মহুয়া মৈত্রকে লোকসভা থেকে বহিষ্কার করা হয়। প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মহুয়ার বিরুদ্ধে মোটা অঙ্কের টাকা ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্নের অভিযোগ আগেই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল লোকপাল। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই সিবিআইও তার বিরুদ্ধে তদন্ত চালাচ্ছে।এর আগে অর্থ নয়ছয় ও হিসাব বহির্ভূত খরচের অভিযোগে গত ২৮ মার্চ বৃহস্পতিবার ইডির সদর দফতরে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে জোড়াফুল প্রার্থী মহুয়াকে। মহুয়ার পাশাপাশি ব্যবসায়ী দর্শন হিরানন্দানিকেও ডেকে পাঠানো হয়েছিল। জানা গিয়েছিল, বিদেশি মুদ্রা বিনিময় আইন ভঙ্গের অভিযোগে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে ইডি। যদিও ইডির ডাকে সাড়া দেননি

এরপর ৩ পাতায়

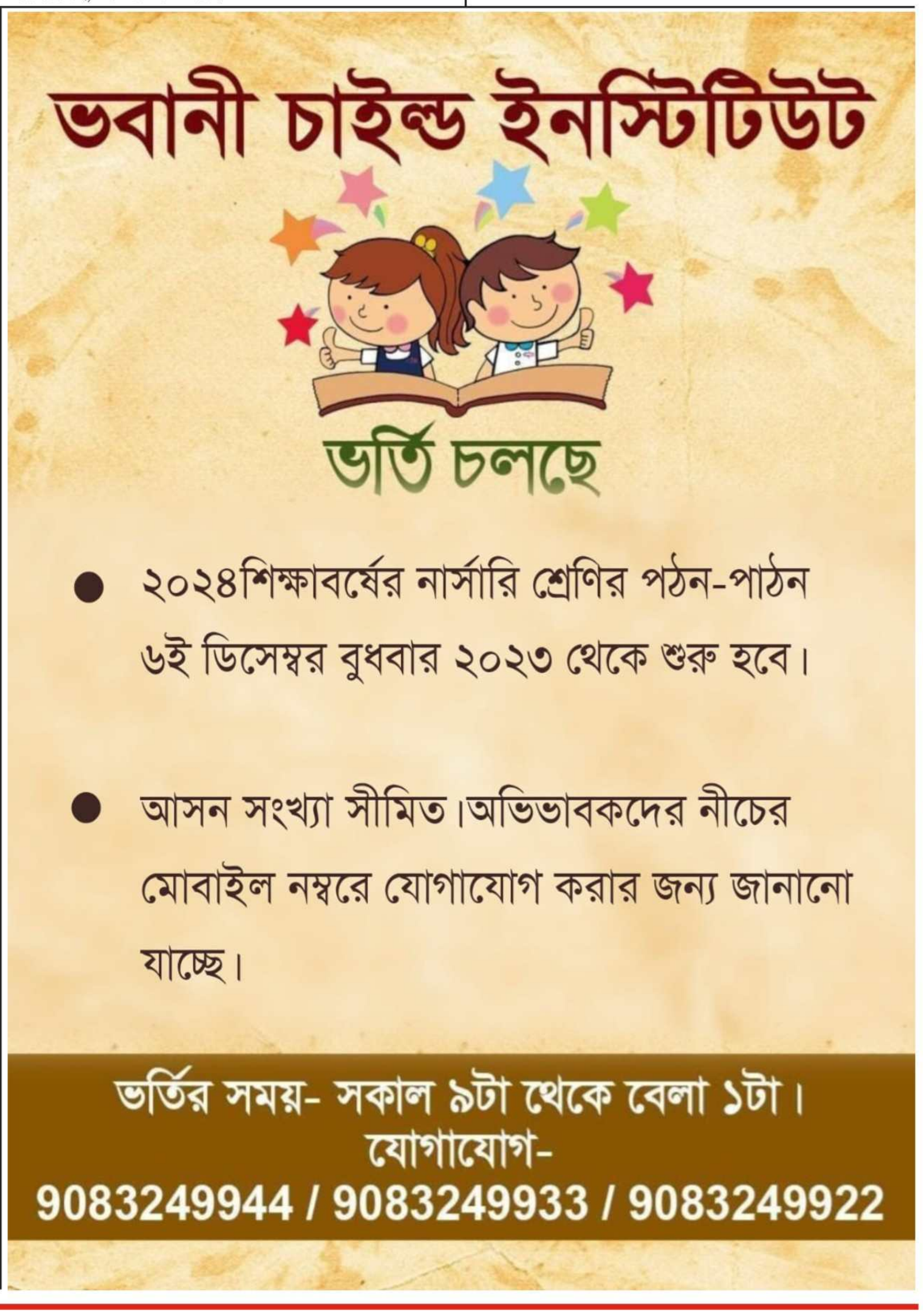

চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ,

মৃত্যু রোগীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ। মৃত্যু রোগীর। এমন অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার বিকেলে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে মৃতার পরিবার। এদিকে অভিযোগ পেতে পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখার আশ্বাস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। এদিকে বারংবার বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ ওঠায় সরকারি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এরপরই সরব হয় পরিবার। তাদের অভিযোগ, চিকিৎসায় গাফলতির কারণেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রাত থেকে রোগী অসুস্থ থাকার পরও কেন তাদের একবারও ফোন করা হল না সেই প্রশ্ন তুলেছেন তারা। গোটা ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে মৃতার পরিবার। যদিও এ প্রসঙ্গ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনও মুখ খুলতে চাননি। মহিলার স্বামী বলেন, "ওরা বলেছিল পায়ের ইনফেকশন কমে গেছে। ছেড়ে দেবে। আজ সকালে চা-বিস্কুট এনে দেখি ওর শরীর পুরো ঠান্ডা হয়ে গেছে।"জানা গিয়েছে, মৃতার নাম চন্দনা চক্রবর্তী গোস্বামী (৪২)। বাড়ি তপন থানার চকভগীরথে। গত ২৭ তারিখ পায়ে ইনফেকশন নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবার। গত কয়েকদিন ধরে হাসপাতালে চিকিতসাধীন ছিলেন। পরিবারের দাবি, সোমবার চিকিতসক চন্দনাদেবীকে দেখার পর বলেন, পায়ের ইনফেকশন কমে গিয়েছে। এক বা দু'দিনের মধ্যে ছুটি দিয়ে দেবেন। সেই কারণে পরিবারের সদস্যরা আর তোয়াক্কা করেননি। এরপর গতকাল রাত্রিবেলা হাসপাতালে কেউ ছিলেন না। মঙ্গলবার সকালে মৃতার স্বামী বিপুল বিক্রম গোস্বামী হাসপাতালে চা ও সকালের খাবার নিয়ে এসে দেখেন স্ত্রীর শরীর পুরো ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যরত স্বাস্থ্যকর্মীদের জানান। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গিয়েছে। পরে চিকিতসক এসে চন্দনাদেবীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পচা দেহ উদ্ধার করল

নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ

নন্দীগ্রাম ও কদম্বগাছি : নিউজ সারাদিন : পচা দেহ উদ্ধার করল নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ। চাঞ্চল্য এলাকায়। পাড়ায় পাড়ায় চাষীদের থেকে সবজি তুলে স্থানীয় বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতেন নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের খোদামবাড়ী এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিক্রমচক এলাকার বাসিন্দা পঞ্চাশোর্ধ আলপনা দাস নামের মহিলা।

বুধবার পঞ্চায়েতে একটি টেন্ডার(এঃবহফবৎ) চলছিল। সেই সময় সরকারি আধিকারিককে ঘিরে গালাগালি করছিলেন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি অনুগামী প্রতিবাদ করলে তখনই তার মুখে সজোরে ঘুসি মারে বলে অভিযোগ।রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মারধরের ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজ ইতিমধ্যেই দত্তপুকুর থানার পুলিশ সংগ্রহ করেছে। কদম্বগাছি তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি মেহেবুব হাসান সরদারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।পাঁচ ছদিন ধরেই তিনি বাজার যাচ্ছিলেন না। বাজারে আসতে না দেখে বাজারের ব্যবসায়ীরা বাড়িতে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেন বাড়িতে তালা বন্ধ,বাড়ির ভেতর থেকে পচা গন্ধ বেরোচ্ছে। স্থানীয় লোকজন নন্দীগ্রাম থানায় খবর দেন। নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ গিয়ে মহিলার পচা গলা দেহ উদ্ধার করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মহিলা বাড়িতে একা থাকতেন। মহিলার ছেলে তার স্ত্রী সন্তান নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে থাকেন। কি কারনে মহিলার মৃত্যু ঘটলো তা নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে।পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ। অন্যদিকে,সরকারি আধিকারিককে গালাগালির অভিযোগ ও তার প্রতিবাদ করায় এক ব্যক্তিকে মারধর করায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মেহেবুব হাসান সরদারকে গ্রেফতার করল দত্তপুকুর থানার পুলিশ।

টি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া চালসার চা শ্রমিকদের

রোজগার বন্ধ করে দিয়েছে

বলে অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে টি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া চালসার চা শ্রমিকদের রোজগার বন্ধ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বোঝাতে চেয়েছেন, রাজনৈতিক কারণেই কেন্দ্রের

এরপর ৩ পাতায়

একাডেমী তে ২১ থেকে ২৪ মার্চ অনুষ্ঠিত হলো

টেন্থ প্ল্যানেট ন্যাশনাল থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল ২০২৪

ইন্দ্রজিৎ আইচ : নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ কলকাতার টেন্থ প্ল্যানেট থিয়েটার দল ২১ থেকে ২৪ শে মার্চ ২০২৪ একাডেমি অফ ফাইন আর্টস এ আয়োজন করেছিলো টেন্থ প্ল্যানেট জাতীয় নাট্য উৎসব ২০২৪। প্রথমদিন অর্থাৎ ২১ এ মার্চ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫ টায় এই উৎসবের উদ্বোধন করেন মহেশ দাতানি (নাট্যকার) সৌমিত্র মিত্র (পরিচালক, পূর্বপশ্চিম), মনীশ মিত্র, (পরিচালক, কসবা অর্ঘ্য),
অভিজিৎ চ্যাটার্জি, (ইজেডসিসি)। তারা সকলেই এই উৎসবের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। এইদিন সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হয় টেন্থ প্ল্যানেট এর নাটক "ম্যাকবেথ"।
পরিচালক শরণ্য দে। ২২ এ মার্চ শুক্রবার ৩ টে মঞ্চস্থ হয় অশোকনগর নাট্যমুখ এর নাটক "শেক্সপিয়ার গটঝএঃ DIE"। নির্দেশক অভি চক্রবর্তী। এইদিন সন্ধ্যা ৬'৩০ মঞ্চস্থ হয় নয়া থিয়েটার গ্রুপ (ভোপাল) এর নাটক " চরণদাস চোর "। পরিচালক হাবিব তানভীর।
২৩ মার্চ শনিবার দুপুর ৩ টে পরিবেশিত হয় সংসৃতি নাট্য দলের নাটক "ফ্যাতাড়ু "। নির্দেশক দেবেশ চট্টোপাধ্যায়। এইদিন সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হয় পঞ্চম বৈদিক এর নাটক " ভিট্টন "। নির্দেশক অর্পিতা ঘোষ। এইদিন রাত ১১ টা থেকে মঞ্চস্থ হয় কসবা অর্ঘ্য র সারা জাগানো নাটক " উরুভঙ্গম "। পরিচালক মণীশ মিত্র। ২৪ মার্চ রবিবার দুপুর ৩ টে মঞ্চস্থ হয় চেতনা নাট্যদলের নাটক " মারীচ সংবাদ "। নির্দেশক অরুণ মুখোপাধ্যায়। এইদিন সন্ধ্যায় উৎসবের শেষ নাটক টি ছিলো টেন্থ প্ল্যানেট নাট্য দলের নাটক "থ্রী পেনি অপেরা"। পরিচালক শরণ্য দে। সবমিলিয়ে জমে উঠে ছিলো এই টেন্থ প্ল্যানেট ন্যাশানাল থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল ২০২৪। এই উৎসবে প্রতিদিন হল ভর্তি দর্শক দেখে মনে হচ্ছিল বাংলা থিয়েটার এর দর্শক এখনও নাটক দেখতে ভালোবাসেন।

বিজেএমসি প্রতিনিধিদলের কেন্দ্রীয় প্রধান

ডেপুটি লেবার কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ

কলকাতা/রাঙ্গারেডি: নিউজ সারাদিন : বিজেএমসি জাতীয় সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠুর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় প্রধান ডেপুটি শ্রম কমিশনার এর সাথে তেলেঙ্গানা রাজ্য বিজেএমসি দেখা করেছে। তেলেঙ্গানা রাজ্যের সভাপতি এন প্রশান্ত কুমার উপরোক্ত তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি প্রধান ডেপুটি শ্রম কমিশনারের সাথে দেখা করেছেন এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের জন্য ১২-দফা চাহিদাপত্র দিয়েছেন। এই সময় বিজেএমসি জাতীয় সাধারণ সম্পাদক নাসির আনসারি, জাতীয় সম্পাদক রাজু আয়েঙ্গার, জাতীয় সম্পাদক শ্রীনিবাস, মহিলা বিজেএমসি সেলের সভাপতি সুজাতাজি, প্রসন্ন কুমারী জি, টি শিবশঙ্কর, রাজারাম মোহন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বেঙ্গল রেপার্টরীর ২৮ থেকে ৩১ মার্চ

'নাট্য-ধারা' অভিনয়নের উৎসব পালন করলো মহা সমারোহে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বেঙ্গল রেপার্টরী -র আয়োজনে পশ্চিম বর্ধমান এর সাতকাহনিয়ায় তেপান্তর নাট্যগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো তাদের ষষ্ঠ নাট্য উৎসব ২৮ থেকে ৩১ এ মার্চ ২০২৪।

২৮ তারিখ শুক্রবার উৎসবের উদ্বোধন করেন বিখ্যাত মূকাভিনয় শিল্পী দেব কুমার পাল এবং নাট্য নির্দেশক কল্লোল ভট্টাচার্য। মঞ্চে ছিলেন বেঙ্গল রেপার্টরীর প্রধান সুমন সাহা।

২৯ মার্চ ২০২৪ শুক্রবার উৎসবের দ্বিতীয়দিন পরিবেশিত হয় 'এ জার্নি থ্রু সাইলেন্ট রিফ্লেকশন' (মাইম),
পরিবেশনায় ছিলো দমদম এমবডি।
পরিচালনা দেব কুমার পাল।
দ্বিতীয় নাটক মঞ্চস্থ হয় হিন্দিতে 'সাধো ইয়ে মুর্দো কা গাঁও'
নাটকটি পরিবেশন করে মৌলালী রঙ্গশিল্পী।
পরিচালনা ছিলেন প্লাবন বসু।
উৎসবের তৃতীয়দিন ৩০ মার্চ শনিবার মঞ্চস্থ হয় 'নন-থিয়েট্রিকাল' (নির্বাক)।
পরিবেশনায় ছিলো নারকেলডাঙা স্বপ্নিল সাংস্কৃতিক সংস্থা। নির্দেশনায় ছিলেন প্রীতম চক্রবর্তী।ঐদিন দ্বিতীয় নাটক ছিলো 'নকশী কাঁথার মাঠ'।
পরিবেশনায় এবং পরিচালনায় ছিলো যাদবপুর মন্থন ও রাজীব বর্ধন। উৎসবের শেষদিন
৩১ মার্চ ২০২৪ রবিবার সন্ধ্যায মঞ্চস্থ হয় হিন্দি নাটক 'হরিয়া হারকিউলিস কি হয়রানি'
এই নাটকটি মঞ্চস্থ করে আকর্ষনম জন কল্যান সমিতি, ভোপাল; নির্দেশনা আমন কুমার সিং। উৎসবের শেষ নাটক ছিলো 'এবং আমরা' নাট্য দলের নাটক " প্রথম রঙ্গ "। নির্দেশনায় ছিলেন কল্লোল ভট্টাচার্য্য। এই উৎসবের চারদিন কথাবলা পুতুল (ভেন্ট্রিলোকুইস্ট)নিয়ে অনবদ্য সঞ্চালনায় ছিলেন সম্রাট রায়।
এই চারদিনের উৎসবে নাটক দেখতে দর্শকদের ভিড় ছিলো নজর কারার মতন।

ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে পুলিশি এনকাউন্টারে খতম ১৩ মাওবাদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে পুলিশি এনকাউন্টারে খতম ১৩ মাওবাদী। মঙ্গলবারই শুরু হয়েছিল উভয়পক্ষের গুলির লড়াই। মঙ্গলবার রাতেই জানা গিয়েছিল, পুলিশের গুলিতে মারা গেছে ৮ মাওবাদী। বুধবার জানা গেল, আরও তিন মাওবাদীর দেহ উদ্ধার হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই মহিলা। যৌথ বাহিনীর মধ্যে ছিল ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড, স্পেশাল টাস্ক ফোর্স, সিআরপিএফ এবং কোবরা ব্যাটেলিয়ন। নিরাপত্তাবাহিনীর কাছে খবর ছিল মাও নেতা পাপা রাও ঘাঁটি গেড়েছে বিজাপুরের জঙ্গলে। মাওবাদীদের ডেরার সন্ধান মিলতেই শুরু হয় গুলির লড়াই। টানা আট ঘণ্টা গুলির লড়াই চলার পর মঙ্গলবার জানা যায়, ১০ মাওবাদী খতম হয়েছে। উদ্ধার হয় বিপুল অস্ত্রশস্ত্র। বুধবার সকালে আরও ৩ মাওবাদীর দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের তালিকায় পাপা রাও রয়েছে কিনা তা জানা যায়নি।

প্রসঙ্গত, ১৯ এপ্রিল ভোট রয়েছে বিজাপুর জেলার বস্তার লোকসভা কেন্দ্রে। ভোটের সময় যাতে কোনও মাওবাদী হামলা না হয় তার জন্য লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে নিরাপত্তাবাহিনী।

১-ম পাতার পর

বাংলার চার বিজেপি নেতার জন্য
বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার

২৭ মার্চ থেকেই। অন্য দিকে, বর্মণ এবং দাস কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পেয়েছেন ২৯ মার্চ থেকে ।সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে।

লোকসভা ভোটের আগে গত এক মাসের মধ্যেই বিজেপিতে যোগদান করেছেন অভিজিত এবং অর্জুন। তাঁদের হঠাত বিশেষ নিরাপত্তা দেওয়ার প্রয়োজন কেন পড়ল, তা স্পষ্ট না হলেও এএনআই জানিয়েছে, কেন্দ্রের তরফে এই দু'জন এবং বাকি দুই বিজেপি নেতাকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সুরক্ষা দেওয়া হবে। তবে সবার নিরাপত্তার ক্যাটেগরি এক নয়।

অভিজিতেক 'ওয়াই' ক্যাটেগরির সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। অর্জুনকে দেওয়া হয়েছে তাঁর থেকেও উচ্চমানের 'জেড' ক্যাটেগরির সুরক্ষা। সাধারণত দেশের মন্ত্রীরা জেড ক্যাটেগরির সুরক্ষা পেয়ে থাকেন। জেড প্লাস ক্যাটেগরির সুরক্ষা পান অমিত শাহ, রাজনাথ সিংহের মতো বিশিষ্ট নেতারা। আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পান সর্বোচ্চ স্তরের এসপিজি নিরাপত্তা।

সাধারণত, জ□ডে প্লাস ক্যাটেগরির সুরক্ষায় ৫৫ জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা কর্মী এবং ১০ জন এনএসজি কমান্ডো থাকেন। আর জ□ডে ক্যাটেগরিতে থাকেন ২২ জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান এবং ৪-৬ জন সিআরপিএফ বা সিআইএসএফ কমান্ডো এবং পুলিশকর্মীরা। অর্জুন এই মানের সুরক্ষাই পাবেন। ওই সুরক্ষা বলয়ে তাঁর সঙ্গে থাকবে অন্তত পাঁচটি গাড়ির কনভয়। যার মধ্যে একটি হবে বুলেট প্রুফ। এই সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রতি মাসে অন্তত ১৫-২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ হবে কেন্দ্রের।

অন্য দিকে অভিজিতের জন্য দেওয়া হয়েছে ওয়াই ক্যাটাগরির সুরক্ষা। এই নিরাপত্তা ব্যবস্থায় তাঁর সঙ্গে থাকবেন দু'জন কমান্ডো, আট জন জওয়ান এবং অন্তত দু'টি গাড়ির কনভয়। এর জন্য মাসে অন্তত ১২-১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ হবে কেন্দ্রের।

বাংলার বাকি দুই বিজেপি নেতাকে দেওয়া হবে 'এক্স' ক্যাটাগরির সুরক্ষা। সূত্রের খবর, বর্মণ এবং দাস দু'জনকেই হুমকি দেওয়া হয়েছিল। তার ভিত্তিতেই এই সুরক্ষা বলয়। এই ব্যবস্থায় দু'জন জওয়ান থাকবেন নেতাদের সঙ্গে। থাকবে একটি কিংবা দু'টি গাড়ির কনভয়ও।

১-ম পাতার পর

ভোটের আগে সমানে অস্বস্তি বাড়ছে
কৃষ্ণনগরের হেভিওয়েট তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রর

মহুয়া।

ইডিকে মহুয়ার অনুরোধ ছিল, ভোটের আগে পর্যন্ত তিনি প্রচারের কাজে ব্যস্ত থাকবেন তাই তাকে যেন তলব না করা হয়। এদিকে মঙ্গলবারই কৃষ্ণনগরের প্রার্থীর বিরুদ্ধে নতুন করে মামলা দায়ের করল এনফোর্সমেনট ডিরেক্টরেট। প্রসঙ্গত, এর আগেও এই মামলায় মহুয়াকে তলব করা হয়েছিল। তবে সেবারও হাজিরা দেননি তিনি। পরপর দুবার ইডির ডাকে 'না' মহুয়ার।

গত সপ্তাহে লোকপালের নির্দেশে মহুয়া মৈত্রর কলকাতার বাড়িতে তল্লাশি চালায় সিবিআই। এদিকে নির্বাচন কমিশনের কাছে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে পাল্টা হেনস্তার অভিযোগ তোলেন মহুয়া মৈত্র। তৃণমূল প্রার্থীর অভিযোগ ছিল, ইচ্ছাকৃতভাবে ভোটের প্রচারে বাধা দিতেই এসব করছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। আর এসবের মধ্যেই এবার মামলা করল ইডি।

ফের আমেরিকায় মৃত্যু হল ভারতীয় বংশোদ্ভূতের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফের আমেরিকায় মৃত্যু হল ভারতীয় বংশোদ্ভূতের। পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের কাক্কেরা গীতাঞ্জলি। মৃত্যু হয়েছে তাঁর ছয় বছরের শিশুকন্যারও। জানা গিয়েছে, জন্মদিন পালন করতে যাওয়ার সময় তাঁদের গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয় অন্য আরেকটি গাড়ির।

গত মাসে আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়ায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল ২১ বছরের এক ভারতীয় তরুণীর। নিহত তরুণীর নাম আর্শিয়া জোশি। নিউ ইয়র্কের ভারতীয় দূতাবাসের তরফে জানানো হয়, 'তরুণী চাকরিজীবী আর্শিয়া জোশির পরিবারকে আমাদের পক্ষ থেকে গভীর শোক ব্যক্ত করা হচ্ছে। তিনি পেনসিলভ্যানিয়ায় এক মর্মান্তিক গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন গত ২১ মার্চ। তাঁর আত্মা চিরকালীন শান্তি থাকুক।' গত বছরই স্নাতক হয়েছিলেন আর্শিয়া। তার পর দিল্লি থেকে চাকরি করতে পেনসিলভ্যানিয়ায় গিয়েছিলেন।

গীতাঞ্জলি ও তাঁর স্বামী নরেশবাবু কমথমান দুজনেই পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। তাঁদের একটি ছেলেও রয়েছে। গত শনিবার সকলে একটি মন্দিরে গীতাঞ্জলির জন্মদিন পালন করতে যাচ্ছিলেন।

এরপর ৪ পাতায়

দুটি লোকসভা আসন থেকে নির্বাচনে লড়বেন
বিখ্যাত সমাজকর্মী রাম গোপাল

মীনাক্ষী চৌধুরী, সাংবাদিক। নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : সুপরিচিত সমাজকর্মী এবং আন্দোলনকারী রাম গোপাল দুটি লোকসভা আসন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

শ্রী গোপাল এক সাক্ষাৎকারে এই তথ্য দিয়েছেন ।তিনি জানিয়েছেন, এর জন্য তিনি দক্ষিণ দিল্লি এবং উত্তরপ্রদেশের শিকোহাবাদ সংসদীয় আসন বেছে নিয়েছেন। তিনি বলেন, এই দুটি এলাকাই রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনী এজেন্ডা সম্পর্কে জানতে চাইলে শ্রী গোপাল বলেন, তিনি ভয়, ক্ষুধা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, কারণ আজ সমাজে আতঙ্কের পরিবেশ। মানুষ ব্যাপক হারে ক্ষুধার শিকার হচ্ছে। বেকারত্বের অবস্থা এই, এতে ৪০ কোটি মানুষ দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন ।শিক্ষিত মানুষ পাকোড়া বিক্রি করছেন ।এ জন্য এলাকায় ঘুরাঘুরি ও গণসংযোগও শুরু করেছেন।

আন্না আন্দোলনে সক্রিয় শ্রী গোপাল বলেন, আজ জাত-পাত ও ধর্মের নামে সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সামাজিক সম্প্রীতি শেষ হয়ে গেছে ।আছে শুধু ক্ষমতা আর ভোটের কথা। এর ফলে গণতন্ত্র হুমকির মুখে। আজ এটা সপ্তয় প্রয়োজন.

জনাব গোপাল, যিনি তার সমর্থনে দুই ডজনেরও বেশি দল রয়েছে বলে দাবি করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে এখনই সময় সকল জনগণের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে সমূলে উৎখাত করার, অন্যথায় দেশ সমস্যায় পড়বে। গান্ধীর স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমেই আমরা দেশকে শক্তিশালী করতে পারি। তিনি বলেন, বিরোধী দল ধ্বংস হচ্ছে। নির্বাচনের সময় দুই মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তা সত্ত্বেও দেশে মোদির প্রভাব অব্যাহত রয়েছে, এমন প্রশ্নে সমাজকর্মী শ্রী রাম গোপাল বলেন, মেশিনের মাধ্যমে নির্বাচন না হলে বিজেপি ১০০ আসনও পাবে না। তাহলে আমরা কী ধরনের আগুনের কথা বলছি? সারা বিশ্ব জানে।

২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনে ভুয়ো তথ্যের সক্রিয় মোকাবিলায়
'রটনা বনাম ঘটনা রেজিস্টার' চালু করল নির্বাচন কমিশন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনের প্রেক্ষিতে ভুয়ো তথ্য ছড়িয়ে পড়া রুখতে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা তুলে ধরতে নির্বাচন কমিশন আজওরটনা বনাম ঘটনা রেজিস্টার চালু করেছে। নতুন দিল্লির নির্বাচন সদনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার, দুই নির্বাচন কমিশনার শ্রী জ্ঞানেশ কুমার ও শ্রী সুখবীর সিং সান্ধুর উপস্থিতিতে এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট https://mythvsreality.eci.gov.in/ -এ সাধারণ মানুষ এই রেজিস্টারটি পাবেন। নিত্যনতুন ভুয়ো খবরের মোকাবিলা এবং প্রায়শই জানতে চাওয়া প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে এই রেজিস্টারটিতে ক্রমাগত সর্বশেষ তথ্য যুক্ত করা হচ্ছে। ভুয়ো খবরের প্রকোপ থেকে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বাঁচাতে নির্বাচন কমিশন যে ধারাবাহিক প্রয়াস চালাচ্ছে, এই রেজিস্টার তারই এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশের সময়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে অর্থ, পেশীশক্তি এবং আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গের পাশাপাশি ভুয়ো তথ্যের উল্লেখও করেছিলেন। বিশ্বজুড়ে বহু গণতন্ত্রের সামনে ভুয়ো তথ্য ও সাজানো গল্প উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভোটাররা যাতে নির্ভুল ও যাচাই করা তথ্য পান, তা সুনিশ্চিত করতে এই রেজিস্টার নির্বাচন কমিশনের এক সক্রিয় ও উদ্ভাবনী প্রয়াস।

নির্বাচনের সময়ে যেসব রটনা ও মিথ্যা ঘুরে বেড়ায়, তার মোকাবিলায় নির্বাচন কমিশনের এই 'রটনা বনাম ঘটনা রেজিস্টার' এক সার্বিক সঠিক তথ্য ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করবে। এতে ভোটাররা সচেতনভাবে তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। ইভিএম/ ভিভিপ্যাট, ভোটার তালিকা/ভোটারদের জন্য পরিষেবা, নির্বাচন পরিচালনা সহ বিভিন্ন বিষয়ে যেসব ভুয়ো তথ্য ছড়ানো হচ্ছে, এই রেজিস্টারে তা খণ্ডন করে সঠিক তথ্য পরিবেশন করা হবে।

কোনোরকম সন্দেহজনক তথ্য পেলেই সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে অনুরোধ করা হচ্ছে, এই রেজিস্টারের সঙ্গে তা মিলিয়ে নিতে। তথ্য যাচাই করতে, ভুয়ো খবর ছড়িয়ে পড়া রুখতে, রটনা দূর করতে এবং ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচন সংক্রান্ত প্রধান বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যবহারকারীরা এই রেজিস্টারের তথ্য বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ভাগ করে নিতেও পারেন।

২ পাতার পর

টি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া চালসার চা শ্রমিকদের রোজগার
বন্ধ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

নিয়ন্ত্রাধীন এই বোর্ডগুলি থেকে বাংলার প্রতিনিধিদের রাখা হয়নি।

বৃহস্পতিবার সকালে চালসা থেকে মাথাভাঙা যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে সভা সেরে যাবেন মালবাজারে। শুক্রবার জলপাইগুড়ি এবং শনিবার বালুরঘাটে সভা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। উত্তরবঙ্গ সফর সেরে কলকাতায় ফিরবেন। আগামী ১৭ এপ্রিল অসমে যাবেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অসমের লোকসভা ভোটে এবারে তৃণমূলের ৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "চালসার চা শ্রমিকরা নিজেরাই চা পাতার চাষ করেন। প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ।অথচ ২০১৫ সালে টি বোর্ড পোকামাকড়ের কারণ দেখিয়ে এখানে চা চাষ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। তারপর থেকেই এখানকার শ্রমিকরা কার্যত বেকার।"

সুন্দরবনের উদাহরণ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সুন্দরবনে আগে বন্যা হলে সমুদ্রের নোনা জলে সব ধান নষ্ট হয়ে যেত। ক্ষমতায় আসার পর আমরা রিসার্চ টিম গড়ি। সেখানেই এখন চাষিরা স্বর্ণ ধান চাষ করছেন এবং দারুণ ভাল ধান হচ্ছে। পোকামাকড়ে কী সমস্যা সেটা সরকারের বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে, তারা খতিয়ে দেখবে। কিছু না করে এভাবে ১০ লক্ষ মানুষের কাজ কেড়ে নেওয়া ঠিক নয়।"

এই প্রসঙ্গে নাম না করে কেন্দ্রের তীব্র সমালোচনা করে মমতা বলেন, "আসলে কী ঘটনা তা জানতে না দিয়েই স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে চা চাষ বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হল।"

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভোট মিটলে সমস্যার সমাধানে চা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে রাজ্য কথা বলবে। তার আগে বিভিন্ন চা বাগান কর্তৃপক্ষ যেন এখানকার শ্রমিকদের কাছ থেকে চা পাতা কেনার কাজ বন্ধ না করেন, এদিন প্রশাসনিকভাবে সেই আর্জিও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমরা চা বাগান মালিকদের কাছে এই আর্জি রেখেছি।"

একই সঙ্গে নাম না করে কেন্দ্রের সমালোচনা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এখন নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গেছে, অনেক কথাই বলা বারণ! আগে বাংলার লোককে পোর্ট, টি বোর্ড এবং ডিভিসিতে রাখা হত। খোঁজ নিয়ে দেখুন, ইতিহাস ঘাঁটুন। এখন রাখা হয় না।"

মুখ্যমন্ত্রী বোঝাতে চেয়েছেন, রাজনৈতিক কারণেই কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রাধীন এই বোর্ডগুলি থেকে বাংলার প্রতিনিধিদের রাখা হয়নি।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গোটা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি
স্বাভাবিক করতে হবে, কড়া নির্দেশ দিয়েছে কমিশন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২১ সালেও বাংলার দায়িত্বে ছিলেন তিনি। লোকসভা নির্বাচন সুষ্ঠভাবে আয়োজন করতে ফের বাংলা-সহ ৬ রাজ্যের পর্যবেক্ষক করা হয়েছে আইএএস অলোক সিনহাকে। বুধবারই রাজ্যে পা রেখেছেন অলোক সিনহা। আর বঙ্গে পা রেখেই তিনি যেন দাবাং মোডে। কিংবা 'নায়কে'র মতো সব রাতারাতি বদলে দিতে চাইছেন ।রাজ্যে বিশেষ পর্যবেক্ষক আসার পরে নড়েচড়ে বসেছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর-সহ জেলা নির্বাচনী আধিকারিকেরা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গোটা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হবে, কড়া নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। এদিকে কমিশন নিযুক্ত বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক আইপিএস অনিল কুমার শর্মা আগামী ৫ এপ্রিল রাজ্যে আসছেন। সেদিন পুলিশ কর্তাদের নিয়ে আলাদা বৈঠক করেন তিনি ।অন্তত অলোক সিনহার প্রথম দিনের কার্যকলাপে তেমনই মনে হয়েছে।

অলোক সিনহা নাকি রাজ্যে এসেই একপ্রস্ত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের আধিকারিকদের 'ক্লাস' নেন। তাঁর দাবি, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে পাওয়া রিপোর্ট এবং

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ৯২ সংখ্যা ০৪ এপ্রিল, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ২১ চৈত্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

বিএসএফ গেস্ট হাউসে জরুরি বৈঠক ডাকলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক

আগামী ১৯ এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফার ভোট। আর ভোটকে ঘিরে কোথায়, কত বাহিনী মোতায়েন করা হবে তা নিয়ে আগামী ৬ এপ্রিল শনিবার বিএসএফ গেস্ট হাউসে জরুরি বৈঠক ডাকলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক।

প্রসঙ্গত, চলতি নির্বাচনের জন্য বেনজিরভাবে বাংলায় সর্বোচ্চ ৯২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এত আধাসেনা দেশের আর কোনও রাজ্যে মোতায়েন হচ্ছে না।

জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য ৬৩৫ কোম্পানি বাহিনী চাওয়া হয়েছে। যা বাংলার থেকে অনেক কম। মাওবাদী সমস্যা কবলিত ছত্তীসগড়ের জন্য চাওয়া হয়েছে ৩৬০ কোম্পানি। দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লোকসভা আসন রয়েছে উত্তরপ্রদেশে। সেখানে লোকসভার আসন সংখ্যা ৮০। অর্থাত বাংলার প্রায় দ্বিগুণ। অথচ সেই উত্তরপ্রদেশের জন্য মাত্র ২৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়েছে নির্বাচন কমিশন।কমিশন সূত্রের খবর, বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ আনন্দ কুমার, লিগ্যাল এন্ড স্টেট নোডাল অফিসার অফ পুলিশ এবং সিএপিএফের আইজি বিকে শর্মা।আগামী ১৯ এপ্রিল বাংলায় প্রথম দফায় কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে ভোট হবে। সূত্রের খবর, প্রথম দফার ভোটকে ঘিরে কোথায় কত বাহিনী মোতায়েন করা হবে তা নিয়েই এই জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে।

বস্তুত, ভোট ঘোষণার আগেই এবারে নজিরবিহীনভাবে বাংলায় এসেছে ১৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী।পরে আরও ২৭ কোম্পানি বাহিনী এসে পৌঁছেছে রাজ্যে। বিভিন্ন জেলায় রুট মার্চও শুরু হয়ে গেছে। কমিশন সূত্রের খবর, এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজ্যে আসছে আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী।

কমিশন সূত্রের খবর, প্রতিটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হলে প্রথম দফায় অন্তত সাড়ে তিনশো কোম্পানি বাহিনী প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আরও অন্তত ১৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় ফোর্স প্রয়োজন।কমিশন সূত্রের খবর, প্রতিটি বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের চেষ্টা হচ্ছে। তবে কত

৩ পাতার পর

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গোটা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হবে, কড়া নির্দেশ দিয়েছে কমিশন

কমিশনের নিজস্ব রিপোর্টের মধ্যে আকাশ পাতালের তফাৎ। সেই নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে বার বার রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন করছেন অলোক সিনহা। বৈঠকে কোচবিহারের পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে জানতে চান তিনি। আরিজ আফতাব জানান, কোচবিহারে ৭২ শতাংশ স্পর্শকাতর বুথ রয়েছে। এদিকে, কমিশনের হিসেব অনুযায়ী, কোচবিহারে ৮৫ শতাংশ স্পর্শকাতর বুথ রয়েছে বলে জানান অলোক সিনহা। সেই অনুযায়ী, বাহিনী মোতায়েন করতে হবে বলে জানান তিনি।এর পরই তিনি গোটা রাজ্যের পরিস্থিতি জানার জন্য জেলাশাসক বা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের ফোন করা শুরু করেন। কোন জেলার কী পরিস্থিতি, এই আবহাওয়ায় কীভাবে ভোট করানো হবে জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে জানতে চান কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক। বুধবার বিকাল পাঁচটার মধ্যে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি কী অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তার জন্য রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন রাজ্যে আসা স্পেশাল জেনারেল অবজারভার। এবং সেই রিপোর্ট দেওয়ার জন্য জরুরি ভিত্তিতে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে যোগ দিতে বলা হয় মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজি, এডিজি ল অ্যান্ড অর্ডার, স্টেট পুলিশ নোডাল অফিসার, শুল্ক দপ্তর, শ্রম দপ্তর, স্টেট কো অর্ডিনেটর এক্সপেন্ডেচার অবজারভার, সকলকেই। এছাড়াও আন্তর্জাতিক সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়েও বৈঠক হচ্ছে এদিন। সূত্রের দাবি, বিশেষ পর্যবেক্ষক সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, যেখানে যাদের বিরুদ্ধে অপরাধের রেকর্ড আছে, তাদের ৩ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেপ্তার করতে হবে।

৩ পাতার পর

ফের আমেরিকায় মৃত্যু হল ভারতীয় বংশোদ্ভূতের

ওরেগন পুলিশ সূত্রে খবর, রাস্তায় একটি স্টপ সাইন দেখে তাঁদের গাড়িটি দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সেই সময়ই অন্য আরেকটি গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বছর ছয়েকের মেয়েটির। গুরুতর আহত হন গীতাঞ্জলী, নরেশবাবু ও তাঁদের ছেলে। এই ঘটনার তদন্তকারী পুলিশ জানিয়েছেন, গীতাঞ্জলীর অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। এখনও চিকিৎসা চলছে নরেশবাবু ও তাঁর ছেলের। শেষকৃত্যের জন্য নিহতদের দেহ তাঁদের গ্রামে পাঠানোর ব্যবস্থা চলছে।

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এছাড়াও এক বৃহৎ বাঁধানো পুষ্করণীও নির্মিত হয়। মন্দিরের গোড়ায় এক কিশোরী পুজোর ডালি বিক্রি করছে।শিবমন্দিরটি এবং দুধসাদা শিবলিঙ্গ দেখে মন ভরে গেল।এখানের নিয়ম হচ্ছে প্রথমে চুটোনাথ শিবমন্দির দর্শন করে শেষে আদিবাসীদের পূজিত চুটোনাথ বাবার পুজোর থানে পুজো দিতে হবে। আদিবাসী পুরোহিতের নাম প্রকাশ পুচর। এরা সবাই প্রায় ঝাড়খণ্ডের পাহাড়িয়া উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষ, সাঁওতাল নয়। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আজকের দিনেও মানুষ সেবায় শ্রেষ্ঠতা তিনি মাদার টেরিজা।

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তার চার বছর পরেই মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি ধর্মীয়ভাবে সন্ন্যাসী হয়ে জীবন যাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। তবে তিনি শুধু ক্যাথলিক বা খ্রিস্টান ধর্ম নিয়ে কাজ করেন নি। তার উদ্দেশ্য ছিলো মানবসেবা। এখানে তিনি কোন ধর্মকেই ভেদাভেদ করেননি। আর তাই আজও পুরো পৃথিবীর যে কোন ধর্মের মানুষই তার নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করে। তবেই তিনি ১৯২৮ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে ঘর ছেড়ে পৃথিবীর পথে পা বাড়ান এগনেস, নিজেকে উৎসর্গ করেন রুগ্ন-ক্লিষ্ট মানবতার সেবার জন্য। তার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয় একটি মিশনারী পরিচালিত স্কুলে, পরে শিক্ষাগ্রহণ করেন রাষ্ট্রচালিত একটি মাধ্যমিক স্কুলে। বালিকা এগনেস গান গাইতেন একা, কখনোবা দলবদ্ধ হয়ে, তাঁর কণ্ঠের মাধুর্য নতুন মাত্রা দিতো ধর্মীয় গানগুলোকে। বারো বছর বয়সে এক তীর্থযাত্রায় অংশ নেন এগনেস, যা তার মনকে সম্পূর্ণভাবে ঐশ্বরিক পবিত্রতার দিকে চালিত করে। সেই কারনে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে নিয়ে ঘর ও সংসার জীবনের আনন্দ ত্যাগ করে এসে তিনি যোগ দেন আয়ারল্যান্ডে। ডাবলিনে মিশনারী মেয়েদের দল 'সিস্টার্স অব লোরেটো'তে এবং সেখানেই তিনি সাধু সেইন্ট তেরেসার নামানুসারে 'সিস্টার ম্যারি তেরেসা' নাম গ্রহণ করেন। সেখান থেকে তিনি ভারতে পাড়ি জমান এবং দার্জিলিংয়ে ধর্মপ্রচারের কাজ শুরু করেন। পূর্ব কলকাতায় বহু বছর তিনি মিশনারির মেয়েদের স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা পদে নিযুক্ত ছিলেন। খুব কম সময়ের মধ্যেই তিনি খুব ভালো বাংলা ও হিন্দী শিখে নেন। স্কুলে তিনি ইতিহাস ও ভূগোল শেখানোর পাশাপাশি কীভাবে শিক্ষা দ্বারা এই অঞ্চলের মেয়েদের দরিদ্রতা দূর করা যায়, সেদিকেও মনোনিবেশ করেন। সিস্টার তেরেসা ধর্মের পথে পবিত্রতার ও সেবার শপথ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম নেন ১৯৩১ সালের মে মাসে। এরপর শিক্ষকতার অনেকগুলো বছর পার করে ২৪শে মে, ১৯৩৭ সালে তিনি তাঁর চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নিয়েছিলেন।৩৬ বছর বয়সে তিনি নিজের হৃদয়ে ভারতের গরীব অসহায় মানুষদের জন্য কিছু করার তাড়না অনুভব করেন। তিনি নিজের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন জায়গা থেকে মৌলিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ নেন, আর তারপর বেরিয়ে পড়েন ভারতের রাস্তায় দরিদ্রের মধ্যে, যারা হতদরিদ্র, অভাগাদের মধ্যেও যারা সবচেয়ে অসহায়, সেই আশাহীন, সহায়-সম্বলহীন মানুষদের জন্য। খুবই সামান্য সম্বল নিয়ে ১৯৪৮ সালের ভারতে এটা কোনো সহজ কাজ ছিল না। এমন প্রায়ই হতো যে হতদরিদ্রের মুখে খাবার তুলতে গিয়ে তিনি নিজেই অনাহারে থেকেছেন কতদিন, এমনকি খাবারের জন্য হাত পাততে হতো অন্যদের কাছে। তাঁর সমগ্র জীবনই যেন দেখিয়ে গেছে, কীভাবে অন্যদের দূঃখের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিতে হয়। সে বছরের ১৭ই আগস্ট তিনি নীল পাড়ের সাদা শাড়ি তুলে নেন নিজের পরবর্তী সারা জীবনের জন্য। ধীরে ধীরে তাঁর এই শাড়িই হয়ে ওঠে বস্তি থেকে রাস্তা পর্যন্ত কলকাতার সকল অবহেলিত, অনাকাঙ্ক্ষিত, স্নেহহীন মানুষদের জন্য আশা ও মমতার প্রতীক। নিজের প্রার্থনার খাতায় তিনি লিখে যান- "হে ঈশ্বর, আমাকে শক্তি দিন এই মানুষগুলোর জীবনের আলো হয়ে ওঠার, যেন আমি তাদেরকে অন্তত আপনার দিকে ফেরাতে পারি।" যেন তাঁর ধর্মীয় সকল জ্ঞান আর নিজের সমস্ত চেতনা তাঁকে এক মুমূর্ষু ও দুস্থ মানবতার সেবার জন্য ডাকছিলো।মাদার তেরেসা খুব শীঘ্রই নিজের সকল ইচ্ছাশক্তি আর আন্তরিকতা নিয়ে নেমে গেলেন। প্রথমে মৃতপ্রায়, গৃহহীন, নিঃস্ব মানুষদের মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের ব্যবস্থা করলেন। নিজের আপ্রাণ চেষ্টায় প্রথমে স্থানীয় সরকারকে বুঝিয়ে তিনি একটা জীর্ণ বাড়ির ব্যবস্থা করেন। আর তারপর তিনি চালু করেন খোলা আকাশের নিচে মৌলিক শিক্ষা প্রদানের জন্য এক বিনামূল্যের বিদ্যালয়। মিশনারি স্কুলের মাত্র কয়েকজন সিস্টার নিয়ে তাঁর গড়ে তোলা সেবামূলক এই পরিবারের সদস্য সংখ্যা এখন ৪,৫০০ ছাড়িয়ে গেছে। ১৯৫০ সালের ৫ই অক্টোবর কর্তৃপক্ষের কাছে থেকে স্বীকৃতি পেয়ে এটি 'মিশনারিজ অব চ্যারিটি' নামে পথ চলা শুরু করে। ১৯৬৫ সালে পোপ ষষ্ঠ পলের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়ে এটি একটি আন্তর্জাতিক সেবামূলক ধর্মীয় পরিবার হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল আর সমগ্র পৃথিবী থেকে মাদার তেরেসার এই প্রতিষ্ঠানটি অর্থ সাহায্য পেতে থাকে আর তার সাথে বাড়তে থাকে তাদের কর্মের পরিধি। ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে মাদার তেরেসা গড়ে তোলেন কুষ্ঠরোগীদের জন্য একটি আশ্রম, একটি অনাথ আশ্রম, একটি নার্সিং হোম, একটি মা ও শিশু ক্লিনিক এবং অল্প সংখ্যক লোক নিয়ে গঠিত একটি ভ্রাম্যমান ক্লিনিক। অবহেলিতদের জন্য জীবনের প্রতিটি বছর এক এক করে উৎসর্গ করতে থাকেন মহৎপ্রাণ এই মানুষটি। এরই মধ্যে ১৯৬৩ সালে মানবসেবায় জীবন উৎসর্গ করা ছেলেদের নিয়ে মিশনারিজ অফ চ্যারিটি বাদার্স' প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুস্থ মানুষদের শারীরিক ও আত্মিক চাহিদা যথাসম্ভব পূরণের চেষ্টা করা। ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানটির আরো অনেকগুলো সহযোগী সংগঠন গড়ে ওঠে। সেইন্ট তেরেসা কখনোই জাত-ধর্ম-বর্ণের সীমানায় নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। তিনি সবসময় ঘোষণা করে গেছেন যে প্রকৃত ঈশ্বরপ্রীতি রয়েছে সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসায়। যেন তাঁর সারাটা জীবন ছিল পৃথিবীর অবহেলিত আর অনাকাঙ্ক্ষিত মানুষগুলোর ভালবাসার অধিকার প্রতিষ্ঠার এক আপ্রাণ প্রচেষ্টা। তিনি বারবার বলে গেছেন- "রুটির ক্ষুধা মেটানোর চেয়ে অনেক বেশি কঠিন স্নেহের ক্ষুধা মেটানো"। তাঁর এই গভীর জীবনবোধের জন্যই হয়তো তিনি তাঁর সেবা ও স্নেহ কোন সীমানা দ্বারা আবদ্ধ রাখেননি।তাই তিনি অর্জন করেছিলেন:তিনি অসুস্থ ও মুমূর্ষদের চিকিৎসা, বাস্তুহীনদের আবাসন প্রদান এবং এতিম শিশুদের লালন পালন সহ মানবিক সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখায় ১৯৭৯ সালে মাদার তেরেসাকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়াও তার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮০ সনে ভারতের সর্বোচ্চ সম্মানীয় পুরস্কার 'ভারতরত্ন' অর্জন করেন মাদার তেরেসা। এছাড়াও মাদার তেরেসা যথাক্রমে ১৯৮৫ সালে প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম এবং ১৯৭৮ সনে বালজান পুরস্কারে ভূষিত হন।মৃত্যু:১৯৮৩ সনে পোপ জন পল ২ এর সাথে দেখা করতে রোম যাবার পথে মাদার তেরেসা প্রথম বারের মত হার্ট এ্যাটাক করেন। তার ছয় বছর পর ১৯৮৯ সালে তিনি দ্বিতীয়বারের মত হার্ট এ্যাটাকের শিকার হোন। তখন তাঁর শরীরে কৃত্রিম ভাবে পেসমেকার স্থাপন করানো হয়। তারও দুই বছর পর ১৯৯১ সালে মেক্সিকোতে থাকার সময় নিউমোনিয়া হওয়ায় তার হৃদরোগের অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। এমতাবস্থায় তিনি তার নিজস্ব দাতব্য সংস্থা মিশনারিজ অব চ্যারিটির প্রধান পদ থেকে সরে দাঁড়ান। কিন্তু সিস্টারদের অনুরোধের চাপে তিনি দায়িত্বে পূনর্বহাল থাকতে রাজি হন।

রোগ যেন তার পিছু ছাড়ছিলোই না। ১৯৯৬ সালের আগষ্টের দিকে তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। এতে তার বামপাশের হৃৎপিন্ডের নিলয় রক্ত পরিবহনে অক্ষম হয়ে পড়ে। ১৯৯৭ সালের ১৩ই মার্চ তিনি পুরোপুরিভাবে মিশনারিজ অব চ্যারিটির থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন। সে বছরই ৫ই সেপ্টেম্বর মাদার তেরেসা মৃত্যু বরন করেন।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

একই পার্টিতে ফের আরবাজ-মালাইকা!

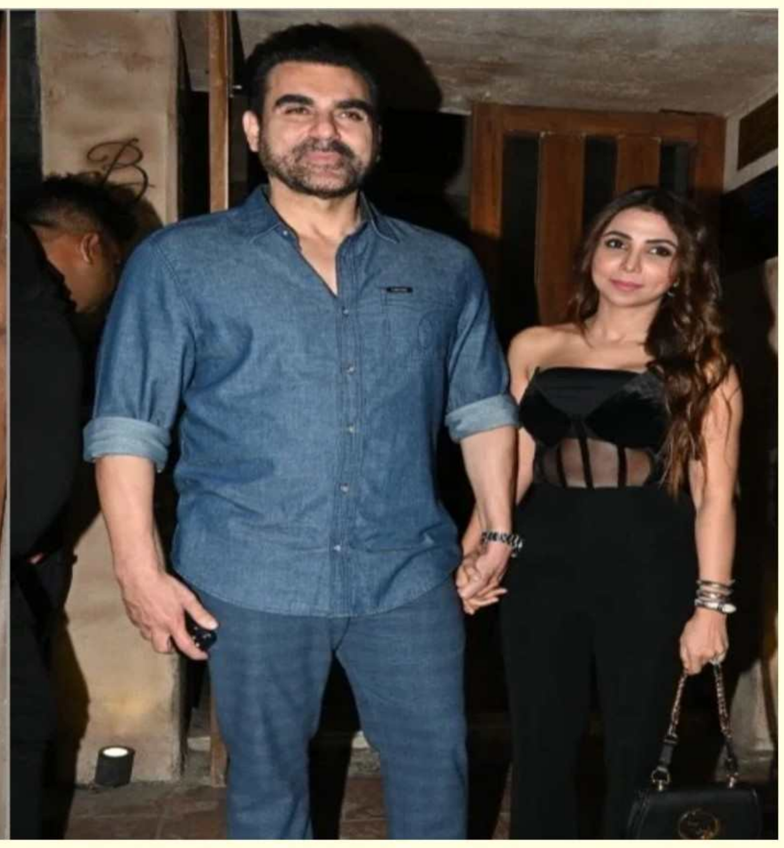

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত বছরের ডিসেম্বরের শেষ দিকে সুরা খানের সঙ্গে নতুন সংসার পেতেছেন মালাইকা আরোরার সাবেক স্বামী আরবাজ খান। সুরাকে বিয়ে করার পর মালাইকাকে ইনস্টাগ্রামে 'আনফলো' করেছেন তিনি। আরবাজের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকেই নিজের নামের পাশ থেকে 'খান' পদবি সরিয়েছেন মালাইকা। কিন্তু শুক্রবার রাতে মুম্বাইয়ের এক রেস্তোরাঁয় দেখা গেল একেবারে অন্য এক চিত্র। বর্তমান স্ত্রী সুরার হাত ধরে এলেন আরবাজ। পিছু পিছু এলেন মালাইকা। ১৯ বছরের দাম্পত্য জীবন। ২০১৬ সালে বিচ্ছেদ হয় আরবাজ-মালাইকার। যদিও সন্তান আরহানের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিয়েছেন তারা। আর সন্তানের জন্যই ফের কাছাকাছি এলেন এই সাবেক দম্পতি। সম্প্রতি একটি পডকাস্ট শো শুরু করেছেন আরহান। তারই উদযাপনের খাওয়া দওয়া ছিল। ছেলের কথা ভেবেই এদিন এক হলেন আরোরা ও খান পরিবার।

আরবাজের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ১২ বছরের ছোট অর্জুন কপূরের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান মালাইকা। প্রথম দিকে নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে জনসমক্ষে মুখ না খুললেও এখন আর কোনও লুকোচুরি নেই। তবে আরবাজের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকে নানা ভাবে সামাজিক হেনস্থার মুখে পড়তে হয়েছে মালাইকাকে।

কিন্তু ছেলের বিশেষ দিনে আরহানের মা-বাবা ছাড়াও ছিলেন আরবাজের বাবা সেলিম খান, মালাইকার মা জয়েস, বোন অমৃতাসহ অন্যরা। গত সপ্তাহেই প্রকাশ্যে এসেছে আরহানে পডকাস্ট 'দম বিরিয়ানি'র টিজার। সেখানে খান পরিবারের সকল সদস্যের দেখা মিলেছে। সালমান খানও উৎসাহ দিয়েছেন ভাতিজাকে।

রাজনীতিতে আসছেন কৃতি শ্যাননন?

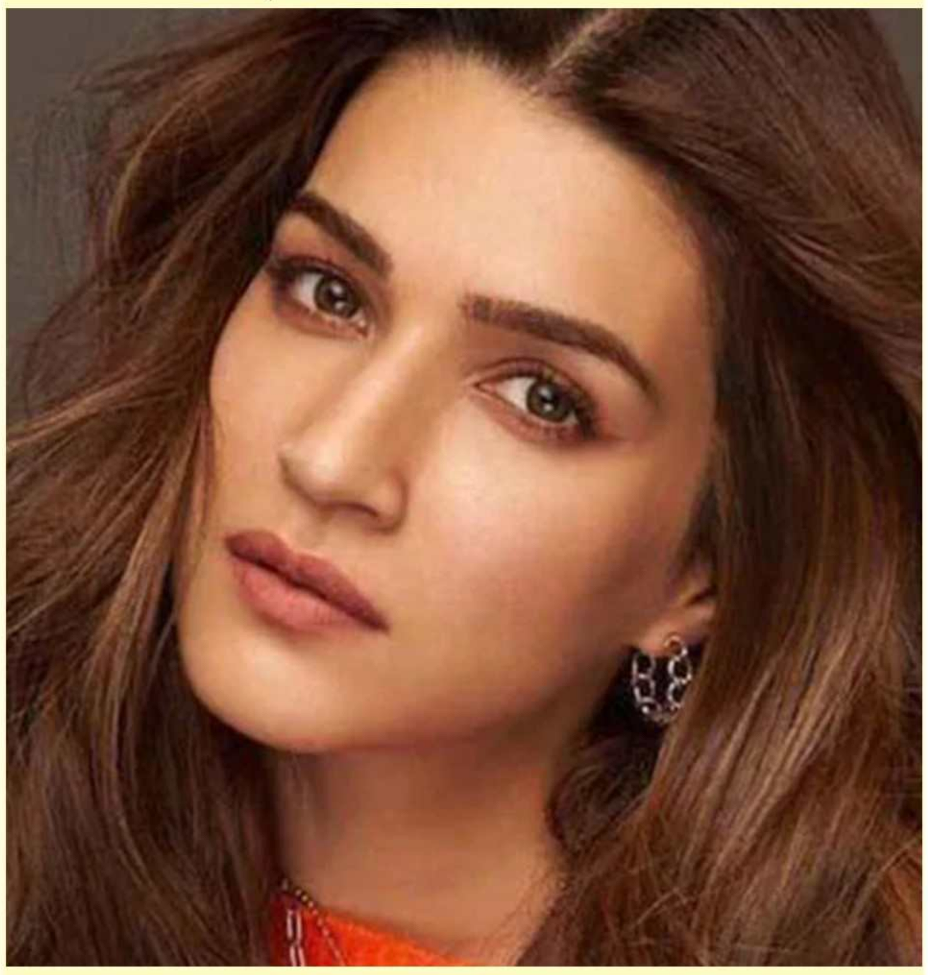

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত অভিনয় একপাশে রেখে নির্বাচনের ময়দানে নেমেছেন। এবার লোকসভা নির্বাচনে হিমাচল প্রদেশের মান্ডি থেকে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন তিনি। নতুন খবর, এবার কৃতি শ্যানন রাজনীতিতে নামছেন বলে জোর গুঞ্জন চলছে। এই মুহূর্তে বলিউডের ব্যস্ততম নায়িকাদের মধ্যে অন্যতম তিনি।

সম্প্রতি তার ও শহীদ কাপুর অভিনীত ছবি 'তেরি বাতোঁ মে অ্যায়সা উলঝা জিয়া' বক্স অফিসে মোটের উপর ভালোই করেছে। খুব শিগগির মুক্তি পাবে তার 'ক্রু' ছবিটি। ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে ছবির প্রচার। এর মাঝেই নতুন গুঞ্জন, নির্বাচনে লড়বেন তিনি। ভোটের আগেই এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন কৃতি।

এ ব্যাপারে কৃতি বলেন, 'আমি রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার কথা কখনও ভাবিনি। যতক্ষণ না আমার মনের ভিতর থেকে কোনও সাড়া পাচ্ছি, ততক্ষণ সে কাজ করতে পারব বলে মনে করি না। সেই ডাকটা না এলে আমি সেটা করি না। হ্যাঁ, এবার যদি কোনও দিন আমার মন সায় দেয়, তা হলে রাজনীতিতে যোগ দেবো।'

বনিবনা হচ্ছে না হচ্ছে না সালমান-করণের!

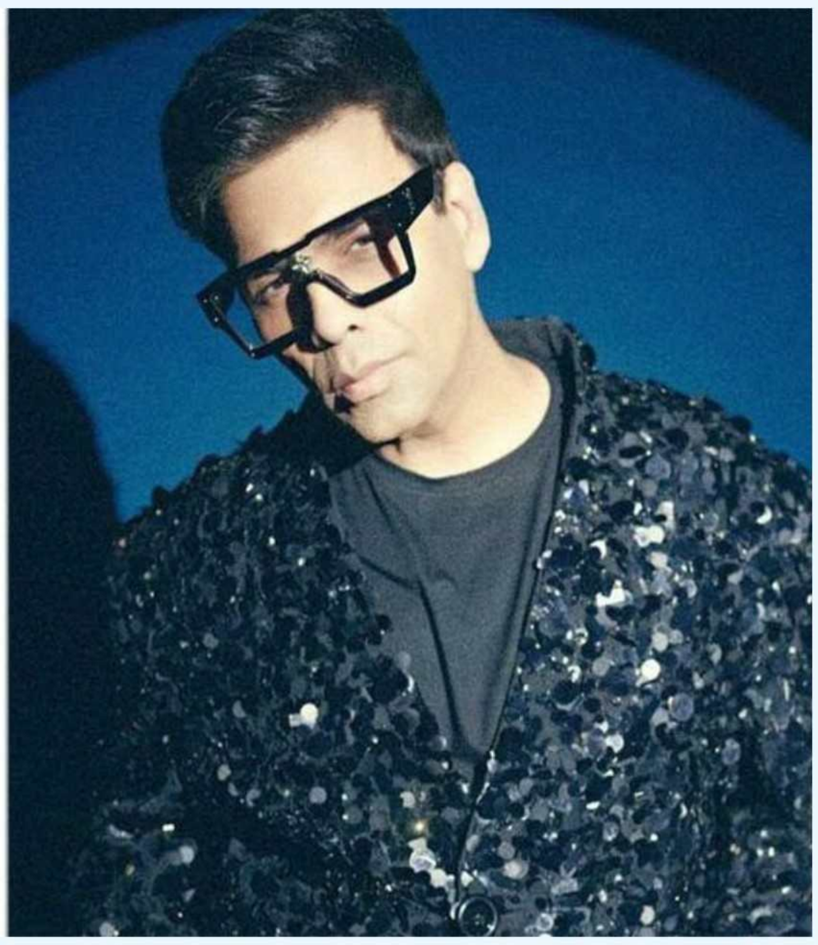

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের জনপ্রিয় প্রযোজক করণ জোহরের সঙ্গে নাকি বনিবনা হচ্ছে না ভাইজান সালমান খানের। শুধু তাই নয়, সালমান-করণের মুখ দেখাদেখিও নাকি বন্ধ!

অথচ ভাইজানের সঙ্গে একসময় ভালো সম্পর্কই ছিল করণের। একটি রিয়্যালিটি টক শো-তে করণ বলেছিলেন তিনি যখন 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়' ছবি শ্যুটিং করছিলেন, তখন সেখানে সেকেন্ড হিরোর রোল করতে কেউ নাকি রাজি হচ্ছিলেন না। একমাত্র সালমান তখন এগিয়ে এসেছিলেন। এরপর থেকেই দুজনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক ছিল। 'দ্য বুল' সিনেমায় সালমান খানকেই কাস্ট করেছিলেন করণ। শোনা যাচ্ছে, এই ছবি নিয়েই নাকি যত ঝামেলা। কুছ কুছ হোতা হ্যায় ছবি মুক্তির ২৫ বছর পর একসঙ্গে কাজ করবেন বলে জানিয়েছিলেন সালমান। এই ছবি নিয়ে নাকি খুবই উত্তেজিতও ছিলেন তিনি। মাঝে এই ছবি নিয়ে নানা আপডেটও আসছিল। ছবিটির জন্য কঠোর পরিশ্রমও করে সালমান নাকি তার নতুন লুক তৈরি করছিলেন। তারপরই হঠাৎ ছন্দপতন। শোনা যাবে, করণ ঘনিষ্ঠরা বলছেন সালমানকে কাস্ট করার পর থেকেই নাকি রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছিল করণের। কারণ সালমান প্রথমেই এত টাকা পারিশ্রমিক হেঁকেছিলেন যে চোখ কপালে উঠেছিল করণের। সালমানের জন্য ছবির বাজেট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এমনও শোনা গিয়েছিল।

অধিক পারিশ্রমিক দিয়ে ভাইজানকে রাখতে গিয়ে ছবির শ্যুটিংয়ের কাজ নাকি পিছিয়ে দিচ্ছিলেন করণ। এই নিয়ে দুজনের খিটিমিটি লাগছিল। এমনিতেও ভাইজান মুডি। করণকে নাকি যখন তখন ফোন করে ছবির নানা বিষয় বদলাতে বলছিলেন তিনি। ছবির পরিচালক বিষ্ণুবর্ধনকে ফোন করেও নাকি নানা কৈফিয়ত চাইছিলেন। দুএকবার মেজাজও দেখিয়েছিলেন। সালমানের এত মেজাজ পোষাচ্ছিল না করণের। তাই ঝামেলা নাকি বেড়েই চলেছিল। শেষ পর্যন্ত শোনা গেছে, 'দ্য বুল' ছবি ছেড়েই নাকি বেরিয়ে গেছেন সালমান। সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা ও এআর মুরুগাদোসের সঙ্গে নতুন একটি ছবির চুক্তি হয়েছে তার। সেই ছবি নিয়েই নাকি এখন ব্যস্ত ভাইজান। যদিও করণ জোহর বা সালমান খান-দুজনেই এই বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলেননি।

ভক্তদের সুখবর দিলেন কাজল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভক্তদের সুখবর দিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী কাজল। নতুন ছবি নিয়ে আসছেন তিনি। ইতিমধ্যে শুটিংও শুরু হয়ে গেছে। কয়েক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, মার্চে কলকাতায় আসছেন কাজল। তার পরবর্তী সিনেমার শুটিং হবে কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলে। অবশেষে সেটিই সত্যি হলো। নতুন এ সিনেমার নাম হলো ‌'মা'। তবে কলকাতায় অভিনেত্রী একা নন, সঙ্গে রয়েছেন অভিনেতা রণিত রায়। পরনে ধূসর রঙের কো-অর্ড সেট, চোখে রোদচশমা। শুক্রবার কলকাতা বিমানবন্দরে এভাবে দেখা গেল অভিনেত্রীকে। শুধু কলকাতা নয়, বোলপুরেও এই ছবির শুটিং হবে বলে জানা যায়।

জানা গেছে, কাজলের এই সিনেমার প্রযোজক অজয় দেবগণ। গত বছর এই সিনেমার জন্য নিজেই রেইকি সেরে গিয়েছিলেন অজয় দেবগণ।পরিচালক সমু মুখোপাধয়ায় ও তনুজার মেয়ে কাজল। ছোটবেলা থেকেই বাঙালি সংস্কৃতিকে সঙ্গে নিয়ে বেড়ে উঠেছেন তিনি। এখনো দুর্গাপূজায় শাড়ি পরে ঠিক বাঙালি মেয়েদের মতো সেজে ওঠেন। নিজের হাতে অতিথিদের পরিবেশন করেন ভোগ প্রসাদ। বাংলার সঙ্গেও তার অদ্ভুত নাড়ির টান। তাই কলকাতায় এলে কাজলের প্রাণে একমুঠো ফ্রেশ অক্সিজেন হয় এমনটা আগেও জানিয়েছেন কাজল। বহুদিন ধরেই বড়পর্দা থেকে দূরে রয়েছেন তিনি। তবে সম্প্রতি ওয়েব সিরিজে নজর কেড়েছেন অভিনেত্রী। যার মধ্যে অন্যতম 'ট্রায়াল'। এই সিরিজে কাজলের বিপরীতে ছিলেন যিশু সেনগুপ্ত। এই সিরিজে যিশুর সঙ্গে কাজলের এক চুম্বন দৃশ্য নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল নেটপাড়ায়।

উল্লেখ্য, কাজলের চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় ১৯৯২ সালে তার মায়ের সঙ্গে প্রণয়ধর্মী বেখুদি চলচ্চিত্রে। ১৯৯৫ সালে কাজল দুটি ব্যবসাসফল চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন, সেগুলো হল রাকেশ রোশন পরিচালিত করন অর্জুন এবং আদিত্য চোপড়া পরিচালিত দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে যায়েঙ্গে। দুটি চলচ্চিত্রে তার বিপরীতে ছিলেন শাহরুখ খান।

অভিষেকেই
গতির রেকর্ড গড়লেন মায়াঙ্ক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লক্ষ্য তাড়ায় প্রথম ১০ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৯৮ রান তুলেছিল পাঞ্জাব কিংস। দুই ওপেনারের ব্যাটে এমন শুরুর পর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল কিংসদের হাতে। তবে তখনও বোলিংয়ে আসেননি মায়াঙ্ক যাদব। আর মাঠে নেমেই এই পেসার বল হাতে যে ঝড় তোলেন, তাতেই পাল্টে যায় ম্যাচের সমীকরণ।

শুরুতে ব্যাটিং করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৯৮ রান করেছিল লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস। জবাবে খেলতে নেমে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৭৮ রানের বেশি করতে পারেনি পাঞ্জাব কিংস। লক্ষ্ণৌর হয়ে ২৭ রানে ৩ উইকেট শিকার করে ম্যাচ সেরা হয়েছেন মায়াঙ্ক। ২১ বছর বয়সী এই ডানহাতি পেসার ৩০ মার্চ রাতেই আইপিএলে নিজের প্রথম ম্যাচ খেলেছেন। আর নেমেই গতিতে রীতিমতো ভড়কে দিয়েছেন প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের। গড়েছেন এবারের আসরের সবচেয়ে গতিময় বলের রেকর্ড।

পাঞ্জাবের ইনিংসের দশম ওভারে প্রথমবার আক্রমণে আসেন মায়াঙ্ক। আইপিএলে তার করা তৃতীয় বলটি ছিল ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটার গতির। নিজের পরের ওভারে ফিরেছেন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে। এবার ধাওয়ানকে করা প্রথম বলটি করেছেন ঘণ্টায় ১৫৫.৮ কিলোমিটার গতিতে। এবারের আইপিএলে যা সর্বোচ্চ গতির রেকর্ড।

ওই ওভারেই মায়াঙ্ককে পুল করতে গিয়ে টাইমিংয়ের গড়বড়ে ক্যাচ তোলেন বেয়ারস্টো (২৯ বলে ৪২)। পরে তৃতীয় ওভারে এসে শর্ট বলে ক্যাচ বানিয়ে ফেরান প্রভসিমরানকে (৭ বলে ১৯)। উইকেটহীন থাকেনি চতুর্থ ওভারও। জিতেশ শর্মা নাভিন উল হকের ক্যাচ বানিয়ে নেন নিজের তৃতীয় উইকেট।

লা লিগা: ১০ জনের পালমাসের বিপক্ষে বার্সেলোনার জয়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ম্যাচ জুড়ে আক্রমণে আধিপত্য করল বার্সেলোনা। প্রতিপক্ষে একজন কম থাকায় তাদের জন্য সুবিধা হলো আরও। যদিও বারবার বাধা হয়ে এলো ক্রসবার আর পোস্ট। তবে ঠিকই জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল কাতালান দলটি।

অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ৩০ মার্চ রাতে লা লিগার ম্যাচটি রাফিনিয়ার একমাত্র গোলে জিতেছে শিরোপাধারীরা। এই জয়ে শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে বার্সেলোনার ব্যবধান নেমে এসেছে ৫ পয়েন্টে। দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞার কারণে এদিন বার্সেলোনার ডাগআউটে ছিলেন না কোচ শাভি এর্নান্দেস।

শুরু থেকে আক্রমণে ছড়ি ঘোরায় বার্সেলোনা। পঞ্চম মিনিটে রবের্ত লেভানদোভস্কি পালমাসের জালে বল পাঠালেও অফসাইডের পতাকা তোলেন লাইন্সম্যান। ষোড়শ মিনিটে বাঁ দিক থেকে লেভানদোভস্কির একটি শট ফিরিয়ে দেন গোলরক্ষক। ২০তম মিনিটে রাফিনিয়া বল জালে পাঠালেও ফের অফসাইডের কারণে গোল মেলেনি। ২৪তম মিনিটে বড় এক ধাক্কা খায় পালমাস। বক্সের বাইরে বেরিয়ে এসে রাফিনিয়াকে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন দলটির গোলরক্ষক আলভারো ভায়েস। একজন ফরোয়ার্ডকে উঠিয়ে নতুন গোলরক্ষক নামায় সফরকারীরা।

৩৫তম মিনিটে ভাগ্যের ফেরে গোল পাননি লেভানদোভস্কি। জোয়াও কানসেলোর ক্রসে পোলিশ স্ট্রাইকারের হেড ক্রসবারে লাগে। পরের মিনিটে তার শট উড়ে যায় ওপর দিয়ে। বিরতির আগে ফের্মিন লোপেসের নিচু শট পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। রাফিনিয়ার একটি শটও পোস্টের সামান্য বাইরে দিয়ে চলে যায়। প্রথমার্ধে গোলের জন্য বার্সেলোনা আটটি শট নিলেও লক্ষ্যে ছিল শুধু একটি। এই সময়ে স্বাগতিক গোলরক্ষক মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেনকে তেমন পরীক্ষায় ফেলতে পারেনি পালমাস।

আক্রমণে আধিপত্য ধরে রেখে ৫৯তম মিনিটে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। জোয়াও ফেলিক্সের ক্রসে হেডে ঠিকানা খুঁজে নেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রাফিনিয়া। ৭৮তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ হতে পারত। কাছ থেকে ফেলিক্সের শট ক্রসবারে লেগে গোলরক্ষকের গায়ে পড়ে পোস্টে লাগে। শেষ দিকে ভালো একটি সুযোগ তৈরি করে পালমাস। আলবের্তোর বাঁ পায়ের শট পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে গেলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে বার্সেলোনা।

৩০ ম্যাচে ২০ জয় ও ৭ ড্রয়ে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে বার্সেলোনা। শীর্ষে থাকা রিয়ালের পয়েন্ট ৭২, একটি ম্যাচ কম খেলেছে তারা। তাদের সমান ২৯ ম্যাচে ৬২ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে জিরোনা। ৩০ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে ১২ নম্বরে আছে লাস পালমাস।

রোনালদোর ৬৪তম হ্যাটট্রিকে
আল নাসেরের দাপুটে জয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দারুণ ছন্দে এগিয়ে চলা ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো জ্বলে উঠলেন আবার। হ্যাটট্রিক উপহার দিলেন এই পর্তুগিজ তারকা। বড় জয় পেল তার দল আল নাসের। সৌদি প্রো লিগে শনিবার (৩০ মার্চ) রাতে ঘরের মাঠে আল তাইয়ের বিপক্ষে আল নাসেরের জয় ৫

-১ গোলে। ২০তম মিনিটে ওতাভিওর গোলে এগিয়ে যায় আল নাসের। দুই মিনিট পর সমতা টানেন আল তাইয়ের ভার্জিল। ৩৬তম মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন এই ডাচ ফরোয়ার্ড। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে আব্দুল রাহমানের গোলে আবার এগিয়ে যায় আল নাসের।

৬৪তম মিনিটে প্রথম গোলের দেখা পান রোনালদো। সাদিও মানের পাসে বক্সের ভেতর থেকে ডান পায়ের শটে গোলটি করেন ৩৯ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। ৬৭তম মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলে ব্যবধান বাড়ান তিনি। সতীর্থের প্রচেষ্টা পোস্টে লাগার পর কাছ থেকে শটে বল জালে পাঠান পাঁচবারের বর্ষসেরা ফুটবলার। আর ৮৭তম মিনিটে কাছ থেকে হেডে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন সাবেক রেয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড।

রোনালদোর ক্যারিয়ারের ৬৪তম হ্যাটট্রিক এটি। এর চারটি আল নাসেরের হয়ে, ৫৮ ম্যাচে। ৩০টি হ্যাটট্রিক করেন তিনি বয়স ৩০ হওয়ার আগে। আর বয়স ৩০ হওয়ার পর তার হ্যাটট্রিক হলো ৩৪টি।

চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে আল নাসেরের হয়ে রোনালদোর গোল এখন ৩৩টি। ২৫ ম্যাচে ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগের দ্বিতীয় স্থানে আছে আল নাসের। সমান ম্যাচে ৭১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আল হিলাল।

মেসিকে নিয়ে
দুঃসংবাদ দিলো মায়ামি কোচ

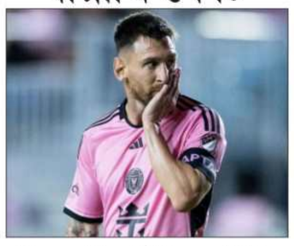

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফুটবলের পাশাপাশি লিওনেল মেসির জীবনে ইনজুরিও এখন বড় সঙ্গী। ২০১৪ সালে ডান পায়ের মাংসপেশীতে চোট পেয়েছিলেন তিনি। এরপর থেকেই বিভিন্ন সময় একই চোটে পড়তে হয়েছিলো তাকে। যদিও ইউরোপে থাকাকালে এমন চোটের তীব্রতা খুব একটা ছিলো না। কিন্তু প্যারিস সেইন্ট জার্মেইন ছেড়ে এমএলএসের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে আসার পরেই চোট যেনো মাত্রা ছাড়িয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিগের ঠাসা সূচির প্রভাবে ঘনঘন ইনজুরিতে পড়তে হচ্ছে মেসিকে। যার কারণে মিস করেছেন আর্জেন্টিনার সবশেষ দুই ম্যাচও। এরইমধ্যে আর্জেন্টাইন ফুটবলের বিশ্বস্ত গণমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, লিওনেল মেসির চলতি সপ্তাহেও ফেরার সম্ভাবনা নেই। এমনকি পরের সপ্তাহেও তাকে পাওয়া যাবে এমন নিশ্চয়তাও নেই ক্লাবের পক্ষ থেকে। লিওনেল মেসির বর্তমান ক্লাব ইন্টার মায়ামির সহকারী কোচ হ্যাভিয়ের মোরালেস দলের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে আর্জেন্টাইন তারকার সবশেষ অবস্থা নিয়ে আলাপে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, 'মেসি এখন আমাদের ফিজিওথেরাপিস্টের সঙ্গে কাজ করছে, আগামীকালের ম্যাচে থাকছে না সে।'

আগে জানা গিয়েছিলো, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপের ম্যাচে থাকতে পারেন সর্বকালের অন্যতম সেরা এই ফুটবলার। তবে অবস্থার প্রেক্ষিতে সেই নিশ্চয়তাও দিতে পারছেন না মোরালেস। তিনি বলেন, 'সে আমাদের মেডিকেল স্টাফের অধীনেই আছে। আমরা চেষ্টা করবো পরের ম্যাচে তাকে যেনো পাওয়া যায়।'

মার্চের ১৩ তারিখ ন্যাশভিলের বিপক্ষে কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপের ম্যাচে ডান পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে ৫ মিনিট খেলেই উঠে যেতে হয় মেসিকে। এরপর থেকেই মাঠের বাইরে মেসি। এরই মধ্যে ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচে ৩-১ গোলে জয় পেলেও, নিউইয়র্কের কাছে ৪-০ গোলের বড় ব্যবধানে হারতে হয়েছে মায়ামিকে।

নির্বাচনি প্রচারে বিশ্বকাপ জয়ের ছবি
ব্যবহার করতে পারবেন না ইউসুফ পাঠান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এবারের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে লড়ছেন ভারতীয় সাবেক ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান।

তবে সেই প্রচারণায় ২০১১ বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় ক্রিকেট টিমের কোনো ছবি ব্যবহার করতে পারবেন না পাঠান।

তিনি জাতীয় পতাকা ব্যবহার করতে পারবেন না। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ইউসুফ পাঠানকে নির্দেশ দিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন।

রাজ্যের আরেক দল কংগ্রেস ইউসুফ পাঠানের বিরুদ্ধে বহরমপুরে প্রচারণায় শচিন টেন্ডুলকারসহ অন্য ক্রিকেটারদের ছবি ব্যবহার করছে মর্মে অভিযোগ করার পর এই পদক্ষেপ নিল ইসি। কংগ্রেসের অভিযোগ ছিল, ইউসুফ এসব ছবি ব্যবহার করে আচরণবিধির মডেল কোড (এমসিসি) ভঙ্গ করছেন।

পশ্চিমবঙ্গে প্রধান নির্বাচনি কর্মকর্তার (সিইও) কার্যালয়ের সূত্র জানিয়েছে, নির্বাচন প্যানেল কংগ্রেসের অভিযোগ যাচাই করে এর যৌক্তিকতা খুঁজে পেয়েছে। ২৯ মার্চ ইসি থেকে ইউসুফকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, জাতীয় দলের ছবি তিনি নির্বাচনি প্রচারে ব্যবহার করতে পারবেন না। ইতিমধ্যে যেসব ছবি প্রচারের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, তা-ও অবিলম্বে সরিয়ে ফেলতে হবে। একইসঙ্গে ইসি তাকে প্রচারণায় জাতীয় পতাকা ব্যবহার করতেও নিষেধ করেছে।

কোহলি একা কত করবে?
প্রশ্ন গাভাস্কারের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আইপিএলের চলতি আসরে ব্যাট হাতে দারুণ সময় পার করছেন বিরাট কোহলি। পাঞ্জাব কিংসের পর কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষেও ফিফটি ছাড়ানো ইনিংস খেলেছেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, অপরাজিত থেকেছেন ইনিংসের শেষ পর্যন্ত। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে ৭ উইকেটের সহজ জয় তুলে নেয় কলকাতা। ১৮৩ রানের লক্ষ্য ১৯ বল হাতে রেখেই পেরিয়ে যায় তারা।

বেঙ্গালুরুর হয়ে কোহলি বাদে আর কেউই বড় সংগ্রহের দেখা পাননি। ক্যামেরন গ্রিন দারুণ সঙ্গ দিলেও ৩৩ রানেই কাটা পড়েন তিনি। বাকিরা ছিলেন কেবল আসা যাওয়ার মাঝে। একপ্রান্ত আগলে রেখে ৫৯ বলে ৪ চার ও ৪ ছক্কায় ৮৩ রানের অপরাজিত থাকেন কোহলি। তার এমন ইনিংসের পরও বেঙ্গালুরু জিততে না পারায় ক্ষোভে ফুঁসছেন সুনীল গাভাস্কার। ভারতের কিংবদন্তি এই ব্যাটার বলেন, 'আমাকে বলুন, কোহলি একা কতটা করবে? তাকে সঙ্গ দেওয়া উচিত ছিল কারোর। যদি কেউ তাকে সঙ্গ দিত তাহলে ৮৩'র জায়গায় অবশ্যই ১২০ রান করত সে। এটা দলীয় খেলা, ব্যক্তিগত খেলা নয়। অপর প্রান্তে কাউকে পাশে পায়নি সে।'

আইপিএলে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক কোহলি। ৩ ম্যাচে ১৮১ রান করেছেন ডানহাতি এই ব্যাটার। কিন্তু তার দল কেবল একটিতেই জয়ের দেখা পেয়েছে।

মায়ামিতে বেকহ্যামের সঙ্গে
কেন সাক্ষাৎ করলেন নেইমার?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইনজুরির কারণে লম্বা সময় মাঠের বাইরে আছেন নেইমার। এই ফাঁকে অবসর সময় পার করতে ভুলছেন না তিনি। এবার তাকে দেখা গেল যুক্তরাষ্ট্রের শহর মায়ামিতে। গত ১৭ মার্চ থেকে শুরু হওয়া মায়ামি ওপেন টেনিসেও একবার ঢুঁ মারেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, সেলিব্রিটিদের সঙ্গে পার্টি করছেন নিয়মিত। এবার সাক্ষাৎ হলো ইংল্যান্ডের সাবেক ফুটবলার ও ইন্টার মায়ামি ক্লাবের একাংশের মালিক ডেভিড বেকহ্যামের সঙ্গে। সেটাই ফুটবল ভক্তদের মনে নতুন জল্পনাকল্পনার উঁকি দিচ্ছে।

কদিন আগেও অখ্যাত থাকা ইন্টার মায়ামি এখন তারকায় পরিপূর্ণ। ক্লাবটির হয়ে এখন মাঠ মাতাচ্ছেন লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেস, সের্হিও বুসকেতস, জর্দি আলবারা। তাদের সবাইকেই সতীর্থ হিসেবে পেয়েছিলেন নেইমার। সময়ের ব্যবধানে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড এখনো অন্য মেরুতে। তবে বেকহ্যামের সঙ্গে সাক্ষাতের অনেক ভক্তই মনে করছেন আগামীতে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেবেন নেইমার।

তবে ভক্তদের সেই আশায় পানি ঢাললেন বেকহ্যাম। সাবেক এই ইংলিশ মিডফিল্ডার জানালেন, নেইমারের সঙ্গে কেবল নৈশভোজই করেছেন তিনি। এক ফেসবুক পোস্টে বেকহ্যাম লেখেন, 'মায়ামিতে স্বাগতম বন্ধু (শুধু নৈশভোজের জন্য)।'

চলতি মৌসুমের শুরুতে পিএসজি ছেড়ে আল হিলালে যোগ দেন নেইমার। কিন্তু এসিএল ইনজুরিতে ছিটকে যাওয়ার আগে কেবল পাঁচটি ম্যাচই খেলতে পেরেছেন তিনি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR